চরখালী গ্রামের নারীরা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার

পারিবারিক নির্যাতনের মধ্যে দিন যাপন করছে পিরোজপুরের চরখালী গ্রামের নারীরা। অজ্ঞতা, দারিদ্র্যতা, অধিকার সম্পর্কে ধারণা না থাকা, অসচেতনতা, শিক্ষার অপ্রতুলতা, মতামতের প্রতি গুরুত্ব কম দেয়া, সমাজ সেবকদের উদাসীনতা, কুসংস্কার, বিনোদনের অপর্যাপ্ততা, এরকম নানামুখী সমস্যা এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এলাকার জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনসাধারণের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

পিরোজপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে কচা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে চরখালী গ্রাম। প্রায় ৫ হাজার লোক বাস করে। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪ ভাগ নারী। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পিডিএফ এর সূত্র অনুযায়ী পিরোজপুর জেলার সদর, নাজিরপুর জিয়ানগর উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের দুইশত ২২ জন নারী নির্যাতনের অভিযোগ মীমাংসা হয়। তারা ১৭টি মামলায় নারীদের আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে। তাদের মতে, পিরোজপুরে শতকরা ৬০ জন নারী কোন না কোন অত্যাচারের শিকার।

চরখালীর নারীরা সামাজিকভাবে সমস্যাগ্রস্থ। তারা পুরুষদের মুখের উপর কথা বলেনা। পুরুষের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তকে নীরবে সহ্য করে এ প্রসংগে গৃহিনী রওশন আরা (৩০), হেলেনা বেগম (৩৫) এর মতে পুরুষের সিদ্ধান্তই তাদের সিদ্ধান্ত। আর স্বামীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন না দেয়া গুনাহের কাজ বলে মনে করেন। এজন্য পুরুষের ভুল সিদ্ধান্তকেও সমর্থন জানাতে হয় নইলে সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

এখানকার নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। তার একমাত্র কারণ তাদেরকে ঘরে থেকে সংসার পরিচালনা করতে হয়। বাহিরে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে অনিহা। এজন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে তারা পিছিয়ে রয়েছে। এ প্রসংগে মেরী বেগম (২৫), হিরা বেগম (২২) বলেন, পুরুষের কাজ পুরুষ করবে, নারীর কাজ নারী। এ কারণেই আমরা গৃহের কাজ করে বেশি আনন্দ পাই।

ঝগড়া, দাম্পত্যকলহ, মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন যৌতুক ও বাল্য বিবাহ কমবেশি থাকলেও নারীরা মুখ খুলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারাজ। এ প্রসঙ্গে তাসলিমা বেগম (৩০), মর্জিনা বেগম (৩৫) বলেন, সংসার জীবনে খুটিনাটি কম বেশি সমস্যা থাকে। এই ঘরের কথা বাহিরে না বলা ভাল বলে মন্তব্য করেন। নারী নির্যাতন প্রসংগে ইউপি সদস্য মোস্তফা জোয়াদ্দারের সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন, নারীদের পারিবারিক, মানাসিক, শারিরীক নির্যাতনসহ যৌতুক বাল্য বিবাহ কমবেশি আছে তা স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ নারীর কাছে পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে নারীদের বিভিন্ন পরামর্শ দেয়ায় নির্যাতনের হার কমে গেছে বলে মন্তব্য করেন।

এ অঞ্চলের নারীদের বিনোদনের তেমন ব্যবস্থা নেই। ঘরের বাইরে বের হয়ে বেশিরভাগ নারী অনুষ্ঠান উপভোগ করতে নারাজ। এ কারণে তারা ঘরের একমাত্র রেডিওকে বিনোদনের মাধ্যম মনে করছে। অনেকে রেডিও শোনে অনেকের নেই। বাহিরে টেলিভিশন বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে গেলে সমাজের মানুষ যদি কিছু বলে তা ভেবে যাইনা। তবে এ ব্যাপারে পিরোজপুর জেলা মৎস্য ট্রলার মাঝি কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার বাবুল বলেন, বিভিন্ন এনজিও এলাকায় নারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করায় এখন নারীদের বেশি সমস্যা নেই।

এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে নারীদের অধিকার সম্পর্কে যেকোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থেকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, জনপ্রতিনিধিদের নজরদারী, বিভিন্ন নারী সংগঠনের তৎপরতা বৃদ্ধি ও আত্মসচেতনতাকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করা অতি জরুরি।

সুপারিশমালা

১। নারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিকার সচেতন করা।
২। জনপ্রতিনিধিদের নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে।
৩। নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৪। নারী সংগঠনের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সভা সেমিনারের আয়োজন করা।
৬। সর্বক্ষেত্রে নারীর মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে।
৭। নারী সংক্রান্ত সালিশে নারী সালিশদার রাখতে হবে।

কেস স্টাডি-১

খাদিজা বেগম (৩০) এর কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকে স্বামী অত্যাচারী হয়ে ওঠে। প্রতিদিন স্ত্রীর উপর অমানুষিক ভাবে আঘাত করে এবং বাড়িতে বাজার করেনা স্ত্রী মেয়েদের নিয়ে না খেয়ে থাকে। পরনের কাপড় পর্যন্ত দেয়না। স্বামী জয়নাল

জোয়াদ্দার বাজার করে অন্য বাড়িতে রান্না করে খায়। খাদিজা কাজ করে মেয়েদের নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে চায়। কিন্তু কাজ করতে গেলে স্বামী উল্টো মারপিট করে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বিচার চেয়ে পাচ্ছেন না। আদালতে কিভাবে মামলা করতে হয় তাও তিনি জানেন না। খাদিজার অপরাধ সে ছেলে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন নি।

কেস স্টাডি-২

পিয়ারা বেগম (২৮), আলম জমাদ্দরের দ্বিতীয় স্ত্রী। ১ম স্ত্রী ৬ বছর পূর্বে স্বামীর অত্যাচারে মারা গেছেন, নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার এক গৃহবধূ জানান। যৌতুকের জন্য বিবাহের পর থেকেই স্বামী ও শাশুড়ী দুইজনে মিলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অত্যাচার ও চাপ প্রয়েঅগ করতো। বাবার বাড়ি থেকে টাকা না আনলেই শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো। এক পর্যায় অসুস্থ হয়ে মারা যায়। ১ম স্ত্রীর ২ মেয়ে ১ ছেলে কষ্টের ভিতরে তার বাবার পরিবারে মানুষ হচ্ছে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেনঃ মাসুম আহমেদ রানা , সুমা পাল, ইব্রাহীম খলিল মন্টু ও রেজওয়ানা মুনমুন সিগমা